065

দৈনিক সংবাদ

তারিখ

পৃষ্ঠা

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ১লা শ্রাবণ ১৩৯০

প্রাইমারী স্কুলের হাল ও শিক্ষার স্বরূপ

একটা কথা আছে উঠন্ত মূলা পত্তনেই চেনা যায়। একটা দেশের শিক্ষার হাল-হকিকত বুঝতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাই যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শিক্ষার হার শতকরা ২৫ ভাগ। এই হার নাম সই করতে পারে তাদের গণনার মধ্যে ধরেই। শিক্ষিতের হার আরও কম। উপরোক্ত হার সাক্ষরতা অর্থেই বুঝে নিতে হবে।

এই সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে আগামী কয়েক বছরে ৪০ শতাংশ করার কথা সরকার বলেছেন, কিন্তু এই শিক্ষিতরা তো বেরিয়ে আসবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই।

শিক্ষার ভিত্ত হল প্রাথমিক স্কুলগুলো। দেশে এখন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে ৪৪ হাজারের উপরে হবে। বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুল সরকারী। সেই সরকারী প্রাথমিক স্কুলের অবস্থা ঠাকুরগাঁয়ের দুটি স্কুলের দৃষ্টান্ত থেকে আঁচ করা যায়। এই উপজেলার মাধবপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা গাছতলায় বসে ক্লাস করে। আর সুবিদখালী সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সামনের খোলা মাঠে বসে ছাত্রীরা পাঠ গ্রহণ করে। কারণ দালানটি জরাজীর্ণ।

ঠিক এরকম আরও বহু সরকারী প্রাথমিক স্কুল আছে যেগুলোর ছাদ আছে তো জানালা-দরজা নেই, কোনটির ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়ে, কোনটির দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। আর এখান থেকেই জীবনের প্রথম পাঠ নিবে আগামী দিনের নাগরিকরা।

সরকার বলবেন প্রাথমিক স্কুলের তো সুযোগ-সুবিধা কম দেইনি– বিনামূল্যে বই-খাতা দিচ্ছি। শিক্ষকদের বেতন নিয়মিত। সবই সত্য। তার চেয়েও বড় সত্য আছে, তাহল অনেক প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে। আছে চেয়ার-টেবিল বেঞ্চের অভাব। সরকারী গুদামে দানের বা সাহায্যের শিক্ষা উপকরণ পড়ে আছে। স্কুল পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছেনি অনেক ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শিক্ষাদানের সুযোগ ও পরিবেশের অভাব।

বেসরকারী স্কুলগুলোর কথা যদি তুলতে হয় তবে দেখা যাবে একমাত্র পাবনা জেলাতে এ ধরনের ১৩২টি মাধ্যমিক স্কুলগৃহের দশা জরাজীর্ণ। অনেক স্কুলে বেতন নিয়মিত নয়, আর সরকার এবং দেশবাসী আশা করছে এখান থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বেরিয়ে আসবে। আগামী দিনের রাষ্ট্রযন্ত্রের কারিগরদের যাত্রা শুরু হবে এখান থেকেই।

একে যদি আশার ছলনা বলা হয়, তবে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে এ অপবাদ দেয়া চলে না। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এটাই চলছে।

শিক্ষার প্রাথমিক ভিত যদি নড়বড়ে হয়, তবে উচ্চ শিক্ষার নাগাল তো অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে আসবে না, আসতে পারে না।

এমনিতেই প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা আগের তুলনায় কম। কারণ একাধিক। তার মধ্যে স্কুল গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব বা ঘাটতি সবচেয়ে বড় সমস্যা। দারিদ্র্যের কথাটা এখানে নাইবা তোলা হল।

শিক্ষাঙ্গনের এই চিত্র প্রমাণ করে শিক্ষার প্রতি আমরা মৌখিক গুরুত্ব দিয়ে আসছি। যেখানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করা দরকার সেখানে বর্তমান প্রাইমারী স্কুলের এক-তৃতীয়াংশ উপরোক্ত ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সেক্ষেত্রে শিক্ষালাভের সুযোগের কী পরিমাণ সংকোচন ঘটতে চলেছে তা বুঝানোর জন্য যুক্তির কাঠখড় পোড়াবার আবশ্যকতা দেখি না।

এ রকম অবস্থায় বাজেটে শিক্ষা বরাদ্দ এবার দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে প্রথম স্থান থেকে। সরকার এ ব্যাপারে কোন যুক্তি দেননি। যেখানে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে ক্লাস করে কিংবা খোলা আকাশের নিচে বসে পাঠ গ্রহণ করছে এবং তেষ্টার সময় পানি পায় না--কারণ নলকূপ অকেজো, অথবা নেই; সেখানে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের অঙ্কের পরিমাণ নিয়ে ঢাকঢোল পিটানো কোন যুক্তির কথা নয়। বাজেটে এই খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে কিনা সেটাই আসল কথা। কারণ তাই বলে দেয়, শিক্ষা প্রসারে আমাদের মনোভাব কতটা আন্তরিক।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা হরহামেশাই শুনে আসছি। কিন্তু নগরে-বন্দরে অকারণ ভাঙ্গা-গড়ার দৃশ্য, যেমন আয়ল্যাণ্ড ভাঙ্গা আবার তৈরী করা এবং কোথাও বা নয়নাভিরাম করার মত বিলাসিতার পাশে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের যে দুর্দশার আংশিক চিত্র পত্র-পত্রিকায় মাঝেমধ্যে পাওয়া যায়, তার হিসাব মেলানো কঠিন।

মেলানো কঠিন। আরো বেশী [illegible]